

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

26814 - রমজানরে রোজা পালন করা কার উপর ওয়াজবি?

---

প্রশ্ন

রমজানরে রোজা পালন করা কার উপর ওয়াজবি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে ব্যক্তির মধ্যে ৫টি শর্ত পাওয়া যায় তার উপর রোজা পালন করা ওয়াজবি -

এক: মুসলমি হওয়া

দুই: মুকাল্লাফ হওয়া অর্থাৎ শরয়ি বিধিবিধানের ভারপ্রাপ্ত হওয়া

তিনি: রোজা পালনে সক্ষম হওয়া

চার: নজিগ্হে অবস্থানকারী বা মুকীম হওয়া

পাঁচ: রোজা পালনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ হতে মুক্ত হওয়া

এই পাঁচটি শর্ত যার মধ্যে পাওয়া যায় তার উপর সিয়াম পালন করা ওয়াজবি।

প্রথম শর্তের মাধ্যমে কাফরে ব্যক্তির রোজা পালনের দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে গেলে। কাফরের উপর রোজা পালন অনবির্ঘ্য নয়। আর কাফরে তা পালন করলেও শুদ্ধ হবে না। কাফরে যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে তাকে পূর্বের দিনগুলোর রোজা কাযা করার আদেশে দয়া হবে না। এর দলীল হল আল্লাহ তাআলার বাণী:

وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون ( [9]

التوبة : 54]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

“তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে, ব্যয় করে সঙ্কুচি মনে।” [৯ সূরা তাওবা : ৫৪]

দান-সদকার উপকার বহুমুখী হওয়া সত্ত্বেও সটো যদি কবুল না হয় তাহলে ব্যক্তিগত ইবাদত কবুল না হওয়াটাই অধিক যুক্তযুক্ত। ইসলাম গ্রহণ করার পর নও মুসলমিকে যে কাফরে অবস্থায় না-রাখা রোজা কাযা করার নরিদশে দ্যো হব না এর দলিল হচ্ছ- আল্লাহ তাআলার বাণী:

[قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف] ( 8 الأنفال : 38 )

“আপনি কাফরেদেরকে বল দেন যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে পূর্বে যা কিছু ঘটে গেছে ক্ষমা করে দ্যো হব।”[৮ আল-আনফাল: ৩৮] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তাকে ইতিপূর্বে ছুটে যাওয়া ওয়াজবিগুলো (আবশ্যকীয় ইবাদত) কাযা করার নরিদশে দতিনে না।

তবে মুসলমান না-হয়ে রোজা না-রাখার কারণে কাফরেদেরকে কী আখরোতে শাস্তি দ্যো হব?

উত্তর হচ্ছ- হ্যাঁ, কাফরে ব্যক্তির রোজা না-রাখার কারণে এবং অন্য সব ওয়াজবি পালন না-করার কারণে শাস্তি পাবে। কারণ আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল, শরয়ি বিধান পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একজন মুসলমি যদি শাস্তি পায় তবে (আল্লাহ ও তাঁর বধিনের প্রতি) উদ্যত কাফরে শাস্তি পাওয়া আরও বেশি যুক্তযুক্ত। খাবার, পানীয়, পোশাক এ জাতীয় আল্লাহর নয়োমত ভোগ করার কারণে যদি কাফরেদেরকে শাস্তি দ্যো হয় তাহলে নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হওয়া ও নরিদশে লঙ্ঘনের কারণে তাকে শাস্তি দ্যো আরও অধিক যুক্তযুক্ত। এটি ক্বিয়াস শ্রণীর দলিল।

নকলী দলিল হচ্ছ- আল্লাহ তাআলা ডানপন্থীদের সম্পর্কে বলেন তারা পাপীদেরকে লক্ষ্য করে বলবে:

ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوام الدين( )  
[74 المدثر: 42-46]

“বলবেঃ তন্মাদেরকে কসি জাহান্নামে নীত করছে? তারা বলবেঃ আমরা নামায পড়তাম না, মসিকীনকে আহাৰ্য্য দতাম না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফিল দবিসকে অস্বীকার করতাম।”[৭৪ আল-মুদাসসরি : ৪২-৪৬]

অতএব আয়াতে উল্লখিত চারটি বিষয় তাদেরকে জাহান্নামে প্রবশে করয়িছে।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

(১) “আমরা নামায পড়তাম না”- নামায

(২) “মসিকীনকে আহর্য্য দিতাম না”- যাকাত

(৩) “আর আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম” যমেন- আল্লাহর আয়াতগুলো নিয়ে বদ্বিরূপ করা।

(৪) “আমরা প্রতফিল দবিসকে অস্বীকার করতাম”।

দ্বিতীয় শর্ত:

মুকাল্লাফ বা শরয়ি ভারপ্রাপ্ত হওয়া। মুকাল্লাফ হচ্ছে- ববিকে-বুদ্ধিসম্পন্ন সাবালক ব্যক্তি। কারণ নাবালক কিংবা পাগলের উপর কোন শরয়ি ভার নেই। কোন নাবালককে বালগে হওয়া তিনটি বিষয়ে যে কোন একটির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়।

(70475) নং প্রশ্নের উত্তর থেকে এ বিষয়টি জানে নতি পারনে।

বুদ্ধিসম্পন্ন এর বিপরীত হল পাগল তথা ববিকে-বুদ্ধিহীন। সে পাগল উচ্ছৃঙ্খল হোক অথবা শান্ত হোক এবং তার পাগলামি যে ধরনের হোক না কেন সে শরয়ি ভারপ্রাপ্ত বা মুকাল্লাফ নয়। তার উপর দ্বীনকে কোন আবশ্যকীয় (ওয়াজবি) দায়িত্ব নেই। যমেন- নামায, রোজা, মসিকীনকে খাওয়ানো ইত্যাদি। অর্থাৎ তার উপর কোন কিছু ওয়াজবি নয়।

তৃতীয় শর্ত: সক্ষম হওয়া। অর্থাৎ সিয়াম পালনে সক্ষম হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি অক্ষম তার উপর সিয়াম পালন করা ওয়াজবি নয়। এর দলিল আল্লাহ তাআলার বাণী:

[ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر] [ 2 البقرة: 185 ]

“আর যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা যে ব্যক্তি সফরে আছে তারা সেই সংখ্যা অন্য দিনগুলোতে পূরণ করবে।”[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

অক্ষমতা দুই প্রকার: সাময়িক অক্ষমতা ও স্থায়ী অক্ষমতা।

(১.) সাময়িক অক্ষমতার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখিত আয়াতে এসেছে। যমেন- এমন রোগী যার সুস্থতা আশা করা যায় এবং মুসাফির। এ ব্যক্তিদের জন্য রোজা না-রাখা জায়যে আছে। তারা ছুটে যাওয়া দিনগুলোর রোজা পরে কাযা করবেন।

(২.) স্থায়ী অক্ষমতা। যমেন- এমন রোগী যার সুস্থতা আশা করা যায় না এবং এমন বৃদ্ধ লোক যিনি সিয়াম পালনে অক্ষম।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এ অক্ষমতার বিষয় নমিনোকৃত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

[وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184]

“আর যারা রোজা পালনে অক্ষম তারা ফদিয়া দবি (অর্থাৎ মসকীন খাওয়াবে)।” [২ সূরা বাক্বারা: ১৮৪]

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- “বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যারা রোজা পালনে সক্ষম নয় তারা প্রতিদিনের বদলে একজন মসকীনকে খাওয়াবে।”

চতুর্থ শর্ত: নজি গৃহে অবস্থানকারী বা মুকীম হওয়া। সুতরাং মুসাফিরের উপর রোজা পালন করা ওয়াজবি নয়। এর দলিল আল্লাহ তাআলা বাণী:

[ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر] [2 البقرة: 185]

“আর যবে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা যবে ব্যক্তি সফরে আছে তারা সেই সংখ্যা অন্য দিনগুলোতে পূরণ করবে।” [২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

আলমেগণ ইজমা (ঐকমত্য) করছেন যে, মুসাফিরের জন্য রোজা না-রাখা জায়যে। তবে উত্তম হলো- তার জন্য যটো বেশী সহজ সটো করা। পক্ষান্তরে যদি রোজা পালন করায় তার স্বাস্থ্যেরে ক্ষতি হয় তবে তার জন্য রোজা পালন করা হারাম। এর দলিল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

[ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً] [4 النساء: 29]

“তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতি দয়াময়।” [৪ আন-নাসা : ২৯]

এই আয়াত থেকে এই নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, যা মানুষেরে জন্য ক্ষতিকর তা তার জন্য নিষিদ্ধ। দেখুন প্রশ্ন নং (20165)।

আপনি যদি বলেন সেই ক্ষতি কিভাবে পরমাপ করা হবে, যা রোজা রাখা হারাম করে দেয়? জবাব হল: সে ক্ষতিই ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা সম্ভব অথবা তথ্যেরে ভিত্তিতে জানা সম্ভব।

(১.) ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা অর্থাৎ রোগী নজিই অনুভব করা যে রোজা পালন করার কারণে তার স্বাস্থ্যেরে ক্ষতি হচ্ছে,

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

রোগ বড়ে যাচ্ছে এবং সুস্থতা বলিম্বতি হচ্ছে ইত্যাদি।

(২.) আর তথ্যের মাধ্যমে ক্ಷতিসম্পর্কে জানার অর্থ হল- একজন বর্জিও ও বশ্বিস্ত ডাক্তার রোগীকে এ তথ্য দবি যে রোজা পালন করা তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পঞ্চম শর্ত: রোজা পালনে কোন প্রতবিন্ধকতা না থাকা। এ শর্তটি নারীদরে ক্ষত্রে প্রযোজ্য। হায়যে ও নফিস অবস্থায় নারীর জন্য সিয়াম পালন অনবির্য় নয় এবং এর দলীল হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"

“একজন নারীর হায়যে (মাসকি) হলে সে কনিমায ও রোজা ত্যাগ করে না?”[আল- বুখারী: ২৯৮]

আলমেগণের ইজমা (সর্বসম্মতি) এর ভিত্তিতে হায়যে ও নফিস অবস্থায় নারীর উপর রোজা পালন করা ওয়াজবি নয়।

এমতাবস্থায় রোজা পালন করলে শুদ্ধ হবে না। বরং পরবর্তীতে এই দিনগুলোর রোজা কাযা আদায় করা বাধ্যতামূলক।[আশ-শারহুল-মুমতী (৬/৩৩০)]

আল্লাহই সবচয়ে ভালো জানেন।